নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

তারিখঃ ০৪ মার্চ ২০১৬

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কিছু পত্র পত্রিকায় ও TV Talk show তে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে ভ্রিভ্রান্তিমূলক আলোচনা চলছে।

ভোট কেন্দ্রে সহিংসতা বন্ধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে নির্বাচন কমিশন তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেল। কারণ একই সাথে তাদেরকে হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে এই দায়িত্ব পালনে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করলে বা ব্যর্থ হলে কমিশন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবে। এবং দায়িত্বে অবহেলার জন্য ইতোমধ্যেই কেন্দ্র রক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত ১১ জন ASI কে তাৎক্ষণিকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ভোট কারচুপির অভিযোগে ১০২ টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ করে যাদের প্রতীকে জাল ভোট দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৬ জন থানার ওসি ও একজন এসপিকে কমিশনে তলব করে জবাবদিহি করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ৩ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ৪ জন ওসিকে নির্বাচনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বদলি করা হয়েছে। এছাড়াও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ০১ জন জেলা নির্বাচন অফিসার ও ০১ জন উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে বদলি করা হয়েছে।

আচরণ বিধি ভঙ্গের জন্য প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের ১২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড এবং ১৩০ জনকে মোট ৪,১৭,৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সংসদ সদস্যগণকে নির্বাচনি প্রচারণা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কয়েকজনকে নির্বাচনি এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক জনের বিরুদ্ধে আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। অধিকাংশ সংসদ সদস্যই কমিশনের অনুরোধে নির্বাচনি এলাকায় যান নি।

প্রথম পর্যায়ে ৬৮৭০ টি কেন্দ্রের মধ্যে প্রিজাইডিং অফিসারদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হওয়ার কারণে ৬৫ টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে যা মোট কেন্দ্রের মাত্র ০.৯৪%, ২য় পর্যায়ে ৬৮৮০ টি কেন্দ্রের মধ্যে বন্ধ হয়েছে ৩৭ টি যা মোট কেন্দ্রের মাত্র ০.৫০% শতাংশ। এতে দেখা যায় ২য় পর্যায়ে কেন্দ্র স্থগিতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কমে গেছে। দুই পর্যায়েই কেন্দ্র বন্ধের হার খুবই নগণ্য- এক শতাংশেরও কম যা এ ঘটনা গুলিকে

বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই দৃশ্যমান করে। প্রথম পর্যায়ে ৭৫% এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭৮.৫% ভোট প্রদান অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ইঙ্গিত বহন করে।

কেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভোটারদের নিরাপত্তার জন্য প্রতি কেন্দ্রে ৫-৭ জন অস্ত্রসহ ২০-২৫ জন পুলিশ, আনসারসহ প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির মোবাইল টিম ভোট গ্রহণের ২ দিন আগে ও পরে সহ ৪ দিন নির্বাচনি এলাকায় নিবিড় টহল প্রদান করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করছে।

বেসরকারি টেলিভিশনগুলি ভোট গ্রহণের দিন সার্বক্ষণিকভাবে সারা দেশব্যাপী তাদের ভ্রাম্যমাণ ক্যামেরা দ্বারা ভোটের দৃশ্য দেশবাসী ও বিশ্ব বাসীকে দেখিয়েছেন। সেখানে দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোটারদের বিরাট লম্বা লাইনে মহিলা, বৃদ্ধ ও handicap ভোটারদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে তাদের ভোট প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। কোনরূপ বাধা ছাড়াই সুন্দরভাবে ভোট দিতে পেরেছেন বলেও তাদের বক্তব্য টেলিভিশন চ্যানেল গুলিতে ও মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এর সাথে কিছু কিছু কেন্দ্রে ও কোথাও কোথাও কেন্দ্রের বাইরেও প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের মধ্যে সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে। যেখানেই ভোট কারচুপি বা সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে সে সকল স্থানেই অতিরিক্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন এবং যেখানে প্রমাণ পাওয়া গেছে সে সকল কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য রাজনৈতিক দল ও তাদের কর্মী, প্রার্থী, প্রার্থীর এজেন্ট সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। নির্বাচন কমিশন প্রতিনিয়ত উন্নতমানের নির্বাচন করার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন।

কমিশন দৃঢ়তার সাথে ভোটারগণকে এবং দেশবাসীকে জানাচ্ছে যে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে,হচ্ছে এবং আগামী নির্বাচন গুলিতেও সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে ভোটারগণ নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

কমিশন আশা করে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় কমিশন পরবর্তী পর্যায়ে আরো অধিকতর গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।

বিস্তারিত সঠিক তথ্যের জন্য কমিশনের website: www.ec.org.bd অথবা www.ecs. gov.bd দেখা যেতে পারে।

৪/৪/০৮

এস এম আসাদুজ্জামান
পরিচালক (জনসংযোগ)
ফোনঃ ৯১৮০৮১২